দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... FEB 1 2000
পৃষ্ঠা 5 কলাম 6

20

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণ

আমরা দেখছি দেশে দিন দিন শিক্ষার প্রসার ঘটছে —এই প্রথার গুণগত দিক দিয়ে না হলেও সংখ্যার দিক দিয়ে তো বটেই। সাদা চোখেই দেখা যায়, গ্রামে-গঞ্জে, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা গড়ে উঠছে এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও। কিন্তু শিক্ষার যে মান তাতে কি একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা পূরণের ধারেকাছেও আমরা পৌঁছতে পারব? কোনরূপ গৌরচন্দ্রিকা না করেও বলা যায়, আমাদের শিক্ষার মান হতাশাব্যঞ্জক। আমি এই মান বলতে সার্টিফিকেটধারী মানের কথা বলছি না, বলছি গুণগত মানের কথা— যা অর্জন করার কথা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। প্রসঙ্গতই বলা যায়, আজকাল চাকরির বাজারে আকালের সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী অনেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশায় এসে যাচ্ছেন। এঁদের অনেকেই সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী হলেও নিজ বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানের বহর দেখলে লজ্জা হয়।

দীর্ঘকাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ পেশার সঙ্গে যুক্ত থেকে এ দিকটা কিছুটা দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। শুধু ম্যাট্রিক বা এসএসসি পাস শিক্ষকদের দেখেছি— প্রশিক্ষণও দিয়েছি এক সময়ে। ক্রমান্বয়ে সার্টিফিকেটধারীর সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু দেখছি গুণগত মান যেন স্থবির দশা পেয়েছে। নবাগত শিক্ষকদের অনেকেরই বিদ্যার ভারে মাটিতে পা পড়ে না অথচ জ্ঞানের ভারে পা গোদরোগাক্রান্ত। এঁরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় এসে হীনম্মন্যতায় ভোগেন, সারাক্ষণ আরেকটি চাকরির ধান্ধায় ঘোরেন। এঁদের নিয়ে আত্মতুষ্টির ঢেকুর তোলা যায়, ভাল কাজ এঁদের কাছে পাওয়া যায় না। এঁরা ভাল শিক্ষকও হন না। কারণ শিক্ষক হবেন এ রকম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁরা পড়াশোনা শুরু করেননি। নিহায়েত ডিগ্রীটা ভাল না

রয়েছে। অনিশ্চিত চাকরির বাজারে বিএ/বিএসসি/বিকম পাস করার চেয়ে যাঁরা শিক্ষকতা পেশার প্রতি আগ্রহী তাঁরা '২/৩ বছরের বিএড (প্রাইমারি/সেকেন্ডারি) ডিগ্রী নিয়ে অনায়াসে উপযোগী মানসিকতা নিয়ে পুষ্ট হতে পারেন। নির্বাচিত শিক্ষকদের নতুন করে এক বছর/ দশ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণে প্রেষণে প্রেরণ করে সরকারী অর্থের অপচয় করা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। সুতরাং দেশের সাধারণ কলেজগুলোতে বিএ/বিএসসি/বিকম-এর পাশাপাশি শিক্ষা ডিসিপ্লিন হিসাবে দুই বছরের বিএড কোর্স (প্রাইমারি/সেকেন্ডারি) এবং তিন বছরের বিএড সম্মান কোর্স চালু করাই যুক্তিবহ।

যদি আমরা এরূপ সিদ্ধান্ত নিই যে, সাধারণ কলেজগুলোতে শিক্ষা ডিসিপ্লিন চালু করা হবে তবে পিটিআই এবং বিএড কলেজগুলোর কিছু সুযোগ-সুবিধা মোতাবেক সাধারণ কলেজে রূপান্তর করা হবে এবং কিছুসংখ্যক পিটিআই এবং বিএড কলেজে শিক্ষাক্রমভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ সারা বছরই কোন না কোন বিষয় এবং ব্যাচের জন্য চালু থাকবে। এ ক্ষেত্রে পিটিআইগুলোর সংখ্যা কমিয়ে এক একটি পিটিআইকে এক একটি বিষয়ের সুদক্ষ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হবে। নির্ধারিত কেন্দ্রগুলোতে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের গবেষণা, উপকরণ উদ্ভাবন ও ব্যবহার কৌশল নির্ধারণ এবং ঐ বিষয়ের বিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু থাকবে, যা শিক্ষকদের গুণগতমান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এ ধরনের প্রশিক্ষণায়তনগুলো নন-ভ্যাকেশন ঘোষণা করা হবে।

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মানসেও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় কিছু পরিবর্তন আনা দরকার। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত একটি বিদ্যালয়গৃহে আবদ্ধ না রেখে একে এভাবে রূপান্তর করা যায় এবং সংশ্লিষ্টদের দায়বদ্ধ করা যায়। বিদ্যালয়ে শিফ্‌ট প্রথা উঠিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের অধিক সময়ব্যাপী শ্রেণী পাঠদানের আওতায় এনে অর্থবহ শিক্ষাদান কার্যক্রম নিশ্চিত করা যাবে। পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ শেষে উপজেলাভিত্তিক সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। কোন বিদ্যালয় থেকে শতকরা ৭০/৭৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় পাস না করলে ঐ বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার বিধান থাকবে। আমাদের বোঝা দরকার যে, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা না গেলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় মানোন্নয়নের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নই থেকে যাবে। মাত্র রাজনৈতিক কমিটমেন্টের মাধ্যমেই এর বাস্তবায়ন সম্ভব।

মুহাঃ আব্দুস সুবহান